আজকের কাগজ

তারিখ 30 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

23

হাটহাজারীর ২৪ জন শিক্ষিকা ২০ মাসের বেতন পায়নি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে হাটহাজারী থানায় '৮৪ সালের জুলাই মাসে নিয়োগকৃত ২৪ জন বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা ২০ মাসের বেতন এখনো পায়নি। অভিযোগে প্রকাশ, '৮৪ সালের জুলাই মাসে ২শ' ২৫ টাকা বেতন স্কেলে হাটহাজারী থানায় নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্তরা হাটহাজারী থানার বিভিন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথারীতি কর্মরত থাকা অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা কিংবা কোনো কারণ ছাড়াই '৮৬ সালের জুন মাস থেকে ২৬ জনের বেতন ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আর্থিক অনটনের মধ্যে নিপতিত হয়। এই অবস্থায়ও তারা নিয়মিত কর্তব্য পালন করে যান। সেই সঙ্গে তারা বিভিন্ন তদবির চালিয়ে যান বেতনের জন্যে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিদের বিভিন্ন সময় তারা তাদেরকে এই দুরবস্থার কথা অবগত করান। এর মধ্যে ২ জন শিক্ষিকা চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে নতুন নিয়োগ লাভ করেন। বহু চেষ্টা তদবিরের পর বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ঢাকা থেকে ৮/২/৮৮ তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, '৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে উক্ত ২৪ জনের বেতন ভাতা পুনরায় চালু করা হবে। সেই সঙ্গে বিগত '৮৬ সালের জুন মাস থেকে '৮৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ২০ মাসের বেতন প্রদান না করে ছুটি বলে গণ্য করা হয়। এরপর উক্ত শিক্ষিকারা ২০ মাসের বেতন লাভের জন্যে পুনরায় চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বছরেও কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্যে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হাটহাজারী থেকে সঞ্জয় মহাজন।